নৌ পুলিশ হ্যান্ডবুক

নৌ পুলিশ

নৌ পুলিশ
হ্যান্ডবুক

নৌ পুলিশ

নৌ পুলিশ

অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক
নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

বাণী

নদ-নদীর বৈচিত্র্যময় রূপময়তায় বাংলাদেশের প্রকৃতি হয়েছে ঐশ্বর্যময়। প্রায় ৬,৫০০ কিলোমিটার নদীর দেশ বাংলাদেশ। অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে পুরো দেশজুড়ে। প্রতিটি নদীরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। বাংলার জনপদগুলোকে গভীর মমতায় জড়িয়ে রেখেছে এসব নদ নদী। নদীবহুল দেশ হওয়াতে পরিবহণ ব্যবস্থায় নৌপথ ও নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় সব বড় শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রই গড়ে উঠেছে নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে। এদেশের অর্থনীতিতে নদীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও আমাদের নদ-নদীগুলো সারাবছর ধরে জোগান দিচ্ছে প্রয়োজনীয় মাছের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

নৌপথে মাঝে মাঝে ডাকাতি, দস্যুতাসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। অসাধু জেলেরা অবৈধভাবে সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ সময়ে মাছ শিকার, মাছের অভয়াশ্রমে মাছ ধরা এবং সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে। শিল্প কারখানার এবং মনুষ্য বর্জ্য প্রতিনিয়ত নদীকে দূষিত করে চলেছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে নদী তীরবর্তী জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নৌ পুলিশ ২০১৩ সালের ১২ নভেম্বর গঠিত হয়। ২০২০ সালে বিধিমালা প্রণয়নের পর থেকে নৌ পুলিশ নৌ অধিক্ষেত্রে মামলা তদন্তসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুসংগঠিতভাবে সম্পাদন করে আসছে। নৌ পুলিশের কার্যক্রমের ফলে নৌপথ পণ্য পরিবহনে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ সময়ে মাছ শিকার বন্ধ, হালদা নদীতে, কাপ্তাই লেক ও হাওড়ে নিয়মিত অভিযানে বৃদ্ধি পেয়েছে মাছের রেনুসহ দেশের মৎস্য সম্পদ। নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন রোধ এবং সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ ধরা বন্ধের ফলে নদীর জীববৈচিত্র্য অনেকাংশে রক্ষা পেয়েছে।

নৌ পুলিশের প্রতিটি সদস্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট থেকে নৌ পুলিশে যোগদান করে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নৌ পুলিশ এবং এর কর্মকান্ড সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়না। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নৌ পুলিশ সম্পর্কে অধিক ধারণা দেওয়ার সুযোগও সীমিত। তৎপ্রেক্ষিতে তাদেরকে নৌপথে দায়িত্ব পালনে দক্ষ ও নৌ পথে সংঘটিত অপরাধসমূহের আইনগত পদক্ষেপ সঠিকভাবে গ্রহণে সক্ষম করার লক্ষ্যে নৌ পুলিশ কর্তৃক হ্যান্ডবুকটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুক নৌ পুলিশ সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রনে দিকনির্দেশনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। হ্যান্ডবুকটি প্রকাশের সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম-বার, পিপিএম

নৌ পুলিশ

অতিরিক্ত ডিআইজি (উত্তর বিভাগ)
নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে শহরাঞ্চল, সবক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছে বাংলার নদ-নদীগুলো। মিঠা ও লোনা পানির মধ্যে থাকা অসংখ্য মৎস্য সম্পদ এদেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।

নদী বন্দরগুলো দেশের পণ্য আমদানি ও রপ্তানির অন্যতম মাধ্যম। এমনকি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণে নৌ পথই মানুষকে আকর্ষণ করে। মিঠা ও লোনা পানি, কাপ্তাই লেক, হালদা নদী, হাওর ও বিল মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র।

নৌ পথকে কেন্দ্র করে যেমন গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড তেমনি নৌ পথ হয়ে উঠেছে মানুষের চলাচলের সহজ মাধ্যম। তবে নৌ পথে মাঝে মাঝে সংঘটিত হয় ডাকাতি, দস্যুতা, চাঁদাবাজি ও মাদক চোরাচালানসহ অন্যান্য অপরাধ ও দুর্ঘটনা। দেশের মৎস্য সম্পদ বিনষ্টে তৎপর এক শ্রেণির অসাধু জেলে। তারা অবৈধ জাল দিয়ে মৎস্য শিকার করে এবং নিষিদ্ধকালীন সময়ে জাটকা ও মা ইলিশসহ অভয়াশ্রম থেকে মৎস্য শিকার করে দেশের মৎস্য সম্পদকে হুমকির মুখে পতিত করে।

নৌ পুলিশ গঠনের পর থেকে দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে নৌ পুলিশ আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে নৌ পথে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে এবং দেশের মৎস্য সম্পদ হয়েছে সমৃদ্ধ।

দেশের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। তন্মধ্যে নৌ পথে যে ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে সেসকল অপরাধের যথাযথ আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন বইসমূহ থেকে বিভিন্ন ধারা ও বিধিমালা সংগ্রহ করে এই হ্যান্ডবুকটি সংকলিত হয়েছে। নৌ পুলিশ সদস্যদের নৌ পথে দক্ষতার সাথে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসকল বিষয়গুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তা এই হ্যান্ডবুকটিতে সংযোজিত করা হয়েছে। সংযোজিত বিষয়াবলী তাদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নৌ পথে সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

হ্যান্ডবুকটি লিখতে গিয়ে যারা নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। সংকলনে যদি কিছু অপূর্ণতা থেকে যায়, সেক্ষেত্রে সংকলক হিসাবে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

নৌ পুলিশ সদস্যগণ হ্যান্ডবুকটি থেকে জ্ঞান অর্জন করে এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেরা যেমন উপকৃত হবে তেমনি নৌ পথের অপরাধ দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পংকজ চন্দ্র রায়, পিপিএম-সেবা

উপদেষ্টা মণ্ডলী

১। **মোঃ মিজানুর রহমান**, পিপিএম (বার)
ডিআইজি
নৌ পুলিশ, ঢাকা

২। **মোঃ কাইয়ুমুজ্জামান খান**, বিপিএম, পিপিএম
অতিরিক্ত ডিআইজি (দক্ষিণ বিভাগ)
নৌ পুলিশ, ঢাকা

৩। **মোঃ শফিকুল ইসলাম**, বিপিএম, পিপিএম
অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড অপারেশনস্)
নৌ পুলিশ, ঢাকা

সংকলন সহোযগী

১। **পংকজ চন্দ্র রায়**, পিপিএম-সেবা
অ্যাডিশনাল ডিআইজি (উত্তর বিভাগ)
নৌ পুলিশ, ঢাকা

২। **মোঃ মোরতোজা আলী খাঁন**
অতিঃ পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন)
নৌ পুলিশ, ঢাকা

৩। **মোঃ জুয়েল রানা**
অতিঃ পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন)
নৌ পুলিশ, ঢাকা

মুদ্রণঃ **পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস**
৬৯/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

অধ্যায় - প্রথম **পৃষ্ঠা**

১.০ নৌ পুলিশ গঠন ও বিধিমালা ৯

১.১ ভূমিকা ৯

১.২ নৌ পুলিশ গঠনের প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান কাঠামো ১০

১.৩ নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ ১০

অধ্যায় - দ্বিতীয়

২.০ মামলা তদন্ত এবং প্রয়োগকৃত বিভিন্ন আইন ও বিধিসমূহ ১৫

২.১ নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের পর নৌ পুলিশ কর্তৃক তদন্তকৃত মামলার পরিসংখ্যান ১৫

২.২ তদন্তকৃত মামলা এবং দাখিলকৃত প্রসিকিউশনের বিশ্লেষণ ১৭

২.৩ নৌ অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে আইন প্রয়োগ ১৮

২.৪ সরকারি সম্পদ (বালু, মাটি ও পরিবেশ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনের ধারা ও বিধিসমূহ ২৫

২.৫ নৌ অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট দন্ডবিধির ধারাসমূহ ২৭

২.৬ পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন) ৩০

২.৭ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ (১৯৭৬ সালের ৭২ নং অধ্যাদেশ) ৩১

২.৮ নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট পিআরবি'র কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবিধান ৩৪

অধ্যায় - তৃতীয়

৩.০ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ ৩৭

৩.১ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে নৌ পুলিশ ৩৭

৩.২ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অপারেশনাল ক্যালেন্ডার ৩৭

৩.৩ প্রতিরোধমূলক ভূমিকা ৩৭

৩.৪ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে নৌ পুলিশের অভিযান ৩৯

অধ্যায় - চতুর্থ

৪.০ নদী রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধ ৪৫

৪.১ বানা/ঝোপ অপসারণে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ৪৫

৪.২ নদী দূষণ প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ৪৫

৪.৩ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ৪৬

৪.৪ অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ৪৬

সূচিপত্র

অধ্যায় - পঞ্চম		পৃষ্ঠা
৫.০	সাধারণ নির্দেশনাবলী	৪৭
৫.১	নৌ পুলিশের অভিযান এবং নৌ টহল পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়	৪৭
৫.২	মোটরযান ড্রাইভার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৮
৫.৩	জলযান ড্রাইভার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৯

অধ্যায় - প্রথম
১.০ নৌ পুলিশ গঠন ও বিধিমালা

১.১ ভূমিকা ঃ

নৌ অধিক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নৌ পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল নৌ পথ, জলজ সম্পদ বৃদ্ধি এবং জলজ সম্পদের সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা নৌ পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। নৌ পুলিশ আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, নিজেদেরকে আধুনিক, প্রশিক্ষিত, প্রযুক্তি নির্ভর, পেশাদার ও দক্ষভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদনে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করে। নৌ পুলিশের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য নৌ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বিশেষ করে যে সমস্ত আইন নৌ পথে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় সে সমস্ত আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা নৌ পুলিশে কর্মরত প্রতিটি সদস্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

নৌ পুলিশে কর্মরত বিশেষ করে সদ্য যোগদানকৃত প্রতিটি সদস্যকে এ ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার প্রয়াসে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য নৌ পুলিশ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে নৌ পুলিশের কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নৌ পুলিশ একটি বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট বিধায় এর কর্মকান্ডও বিশেষায়িত। কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে (বাংলাদেশ পুলিশ একাডে-মি, সারদা; পুলিশ স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ; ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমূহ; এপিবিএন স্পেশালিজেড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি) নৌ পুলিশ এবং এর কর্মকান্ড সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তদুপরি নৌ পুলিশেরও নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই বিধায় নৌ পুলিশের কর্মকান্ড এবং এর আইনগত দিক সম্পর্কে পুলিশ সদস্যগণ এমনকি অনেক নৌ পুলিশ সদস্যও সম্যক অবগত নন। এমতাবস্থায় অত্র পুস্তিকাটি নৌ পুলিশের কর্মকান্ড এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত দিক সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধারণা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

পুস্তিকাটি নৌ অধিক্ষেত্রে নৌ পুলিশের অপরাধ দমন, অভিযান পরিচালনা এবং মামলা রুজু ও তদন্তের আইনগত ভিত্তিকে বিস্তারিতভাবে বিধৃত করে। এই পুস্তিকাটি পর্যালোচলনা করলে নৌ পুলিশের কর্মকান্ডের আইনগত দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে, যা নৌ পুলিশের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, সুস্পষ্টতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি নৌ পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া পুস্তিকাটি নৌ পুলিশের প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন হিসাবেও ভূমিকা রাখবে।

নৌ পুলিশের পেশাদারিত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা এবং আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নৌ পুলিশকে বাংলাদেশ পুলিশের একটি সফল ও কার্যকরী বিশেষায়িত ও অপারেশনাল ইউনিট হিসাবে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে নৌ পুলিশ কর্তৃক প্রণীত এই পুস্তিকাটি একটি সহায়ক দিক-নির্দেশিকা হিসাবে ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

১.২ নৌ পুলিশ গঠনের প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান কাঠামো ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে নৌ পথ সুরক্ষায় একটি বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠনের ধারণা দেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় ২০১৩ সালের ১২ নভেম্বর নৌ পুলিশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে ২০২০ সালের ১০ মার্চ নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণীত হয়। উক্ত বিধিমালায় নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়। বিধিমালা প্রণীত হওয়ার পর থেকেই নৌ পুলিশ অধিক্ষেত্রে কার্যকরী পুলিশ ইউনিট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নৌ পুলিশের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোয় অনুমোদিত বিভাগ ০২ টি (উত্তর এবং দক্ষিণ বিভাগ), অঞ্চল ১১ টি, জোন ১০ টি, নৌ থানা ১৬ টি এবং নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ১৪১ টি। তন্মধ্যে চলমান নৌ থানা ১৪ টি, চলমান নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ১০৬ টি, প্রক্রিয়াধীন নৌ থানা ০২ টি এবং প্রক্রিয়াধীন নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ৩৫ টি। নৌ পুলিশের মঞ্জুরীকৃত জনবল ২৪৩৭ জন এর মধ্যে আবার স্থায়ী মঞ্জুরী মাত্র ১৪৬৩ জন এবং জেলা/ইউনিট হতে সংযুক্ত ৯৭৪ জন। বর্তমানে নৌ পুলিশের কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২০৫২ জন।

১.৩ নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ ঃ

নৌ পুলিশে কর্মরত প্রতিটি পুলিশ সদস্যের জন্য নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধায় নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

এস. আর. ও. নং ৭৩-আইন/২০২০।— Police Act, 1861 (Act No. V of 1861) এর Section 12-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপুলিশ পরিদর্শক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **শিরোনাম**— এই বিধিমালা নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অধিক্ষেত্র"** অর্থ বিধি ৬ এ উল্লিখিত নৌ পুলিশ ইউনিটের অধিক্ষেত্র;

(খ) **"ইউনিট প্রধান"** অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নৌ পুলিশ ইউনিটের নেতত্ব প্রদানকারী পুলিশ কর্মকর্তা;

(গ) **"নৌ পুলিশ"** অর্থইউনিটে দায়িত্ব পালনরত কোনো পুলিশ সদস্য;

(ঘ) **"নৌ পুলিশ ইউনিট"** বা **"ইউনিট"** অর্থ ২১ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ২৪৯-আইন/২০১৫ মূলে গঠিত পুলিশ বাহিনীর নৌ পুলিশ ইউনিট;

(ঙ) **"নৌযান"** অর্থ নৌপথে চলাচলকারী কোনো নৌকা, ট্রলার, স্পিড বোট, লঞ্চ,

ফেরি বা জাহাজসহ অন্য কোনো জলযান;

(চ) "পুলিশ আইন" অর্থ Police Act, 1861 (Act No. V of 1861);

(ছ) "পুলিশ রেগুলেশন্‌স" অর্থ Police Regulations Bengal, 1943; এবং

(জ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, পুলিশ আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং পুলিশ রেগুলেশন্‌সে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **আইন, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা—** এই বিধিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, এইরূপ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রযোজ্য ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি (Penal Code, 1860), পুলিশ আইন ও তদধীন প্রণীত বা জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, রেগুলেশন্‌স, আদেশ, নির্দেশনা, নীতিমালা, পরিপত্র, স্মারক এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ এবং প্রজ্ঞাপন ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **ইউনিটের কার্যালয়—** ইউনিটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

৫। **ইউনিট পরিচালনা—**

(১) সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং মহাপুলিশ পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে, অন্যূন উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে, ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) ইউনিট প্রধান, ইউনিটের অধিক্ষেত্রে উহার কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে, এই বিধিমালায় বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিট, সুসজ্জিত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং যুগোপযোগী জলযান সমন্বয়ে, বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট হিসাবে পরিচালিত হইবে।

৬। **অধিক্ষেত্র—** ইউনিটের অধিক্ষেত্র হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল নদী, হ্রদ অথবা অন্য কোনো নৌ-চলাচল উপযোগী নৌপথ এবং জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট নৌপথের এইরূপ কোনো অংশবিশেষ, যাহা সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নৌপথ হিসাবে ঘোষিত;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত নদী, হ্রদ বা নৌপথের সর্বোচ্চ পানি স্তর যে স্থানে ভূমি স্পর্শ করে উক্ত স্থান হতে ভূ-ভাগের দিকে ৫০ (পঞ্চাশ) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা;

(গ) কোনো আইন বা আইনের অধীন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা সরকার কর্তৃক

এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোনো এলাকা; এবং

(ঘ) ফেরি এবং ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল, নৌ টার্মিনাল ও নোঙ্গর ঘাটসহ অন্যান্য নৌ স্থাপনা।

৭। **ইউনিটের কার্যাবলি—** ইউনিটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) অধিক্ষেত্রে নৌচলাচল, মালামাল পরিবহন, যাত্রী চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) অধিক্ষেত্রে চলাচলকারী সকল প্রকার নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং কোনো নৌ স্থাপনা বা নৌযানে অবৈধ টোল আদায় বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) ফেরি এবং ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল, নৌ টার্মিনাল ও নোঙ্গর ঘাটসহ (berthing) সংশ্লিষ্ট যাত্রী বিরতি স্থানের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) অধিক্ষেত্রে চোরাচালান, মাদক পাচার, মানব পাচার, অবৈধ অস্ত্র এবং অন্যান্য সংঘবদ্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের (Transnational organized crime) বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) নদীর গতিপথ বাধাগ্রস্তকরণ, নাব্য নৌপথে বিঘ্ন সৃষ্টি, নাব্য নৌপথের নাব্যতা পরিবর্তন, অবৈধ খনন, অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, অবৈধ দখল ও ভরাট সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেসসহ অন্য কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) অধিক্ষেত্রের মধ্যে সুষ্ঠু নৌ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) নৌ দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঝ) অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) অধিক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) অপরাধ প্রতিরোধকরণের লক্ষ্যে অধিক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধজনক ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং পুলিশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইউনিটসমূহের সহিত উক্ত তথ্যাদি

বিনিময়; এবং

(ঠ) আইন, এই বিধিমালা, মহাপুলিশ পরিদর্শক বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮। অপরাধের তদন্তকার্য পরিচালনা, ইত্যাদি—

(১) অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে নৌ পুলিশ উক্ত অপরাধের তদন্ত করিবে এবং তদন্তকার্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে, যথা :—

(ক) অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে বা, ক্ষেত্রমত, মামলা রুজু হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর অনুলিপি ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন;

(খ) পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপারকে নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্রের মধ্যে রুজুকৃত কোনো মামলা হস্তান্তর করিবার জন্য নৌ পুলিশ ইউনিট কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, পুলিশ কমিশনার, বা ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপার অনতিবিলম্বে উক্ত মামলা তদন্তের জন্য ইউনিটের নিকট হস্তান্তর করিবেন;

(গ) ইউনিট কোনো মামলার তদন্তকার্য আরম্ভ করিলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোনো সংস্থায় উক্ত মামলা হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং

(ঘ) তদন্তকার্যে নিয়োজিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতাসহ তদন্ত সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইউনিট, অধিক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধ ব্যতীত, আদালত, সরকার বা মহাপুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্য যে কোনো অপরাধের তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ইউনিট, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট জেলা, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। হাজতখানা, মালখানা, জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ, ইত্যাদি— এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইউনিটে আধুনিক হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকিবে।

১০। গ্রেফতার, ক্রোক, তল্লাশি, ইত্যাদি— দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নৌ পুলিশ গ্রেফতার, ক্রোক, তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতাসহ তদন্তকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় ফৌজদারী কার্যবিধি, পুলিশ আইন ও পুলিশ রেগুলেশন্‌সের বিধান মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১১। পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব— ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার

ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক জনবল, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ (Logistics) সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(খ) মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সভা বা অপরাধ পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় ইউনিটের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

(গ) অপরাধজনক ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

১২। অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত সমন্বয় সাধন এবং সহায়তা গ্রহণ— অধিক্ষেত্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ তদন্তের বিষয়ে ইউনিট, প্রয়োজনে, অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে এবং ইউনিট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট উক্ত কার্যে সহায়তা যাচনা করা হইলে উহারা ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। সাধারণ ডায়েরি, পরিদর্শন বহি এবং রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ—

(১) ইউনিট, পুলিশ আইন ও পুলিশ রেগুলেশন্‌স এবং বাংলাদেশ পুলিশ ফরম অনুযায়ী সাধারণ ডায়েরি ও পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(২) ইউনিট, পুলিশ রেগুলেশন্‌সে বর্ণিত রেজিস্টারসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয়, যুগোপযোগী এবং আনুষঙ্গিক রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবে।

১৪। হেফাজত— এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে নৌ পুলিশ ইউনিট কর্তৃক—

(ক) কৃত বা সম্পাদিত সকল কার্যাদি, এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কৃত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্য বা কার্যধারা, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

অধ্যায় - দ্বিতীয়

২.০ মামলা তদন্ত এবং প্রয়োগকৃত বিভিন্ন আইন ও বিধিসমূহ

২.১ নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের পর নৌ পুলিশ কর্তৃক তদন্তকৃত মামলার পরিসংখ্যান ঃ

১০ মার্চ ২০২০ সালে নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের পর হতে নৌ পুলিশ মামলা তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। নৌ পুলিশ কর্তৃক মামলা তদন্ত শুরু হওয়ার পর হতে মে/২০২৩ পর্যন্ত নৌ পুলিশ অধিক্ষেত্রের ১১টি অঞ্চলে বিভিন্ন আইনে রুজুকৃত ৩৫২৪টি মামলা তদন্ত করে; তন্মধ্যে ২৭৪২টি অভিযোগপত্র, ৭০টি চূড়ান্ত রিপোর্ট, ১৪টি অন্য সংস্থায় হস্তান্তরসহ সর্বমোট ২৮২৬টি মামলা তদন্ত নিষ্পত্তি করেছে। বর্তমানে ৬৯৮টি মামলা মুলতবী রয়েছে। এছাড়াও নৌ পুলিশ নৌ পথে বাল্কহেড চলাচলে আইন অমান্য করার কারণে নৌ আদালতে ১৪৫৭টি প্রসিকিউশন দাখিল করেছে। নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের পর হতে নৌ পুলিশ কর্তৃক তদন্তকৃত মামলার বছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

অপরাধের ধরন	আইনের নাম	ধারা	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (মে পর্যন্ত)	মোট
হত্যা	পেনাল কোড ১৮৬০	৩০২/২০১/৩৪	২৯	৫০	৬২	২০	১৬১
অপরাধজনক নরহত্যা	পেনাল কোড ১৮৬০	৩০৪/৩০৪-ক	০০	০১	০১	০০	০২
আত্মহত্যা প্ররোচনা	পেনাল কোড ১৮৬০	৩০৬	০০	০০	০১	০০	০১
ডাকাতি/খুনসহ	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৯৫/৩৯৬/৩৯	০৮	১৯	১৯	০৪	৫০
ডাকাতি	পেনাল কোড ১৮৬০	৭	০৫	০৬	০৪	০৪	১৯
ডাকাতি প্রস্তুতি	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৯৯/৪০২	০৪	০৪	০৭	০	১৫
দস্যুতা/দস্যুতার চেষ্টা	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৯২/৩৯৩/৩৯	০৯	১৩	২২	০২	৪৬
পুলিশ এ্যাসল্ট	পেনাল কোড ১৮৬০	৪	০০	০২	০০	০২	০৪
অপহরণ বেপরোয়া নৌযান	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৩২/৩৩৩/৩৫৩	৬৪	২৪	১৪৬	৪৮	২৮২
চালানো/মৃত্যু ঘটানো	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৬৪/৩৬৫	১০	১৯	০৯	০০	৩৮
নদীর ক্ষতিসাধন/	পেনাল কোড ১৮৬০	২৮০/৩০৪ (ক) /৩৪	০০	০০	২৪	০৭	৩১
গতিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত নদী দূষণ	পেনাল কোড ১৮৬০	৪৩১	০৯	১৮	২১	০৫	৫৩
চুরি/চুরির চেষ্টা	পেনাল কোড ১৮৬০	২৭৭	০০	২৩	২৪	০৫	৫২
চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৭৯/৩৮০/	১৩	২৩	৩৭	১৬	৮৯
এবং দখলে রাখা	পেনাল কোড ১৮৬০	৩৮১/৫১১	০০	০৩	০১	০১	০৫
চাঁদাবাজী	পেনাল কোড ১৮৬০	৪১১/৪১২/৪১৩	০০	০৬	০৩	০১	১০

অপরাধের ধরন	আইনের নাম	ধারা	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (মে পর্যন্ত)	মোট
সরকারী আদেশ অমান্য	পেনাল কোড ১৮৬০	১৮৮	০০	০২	০০	০০	০২
বিভিন্ন মারামারি ঘটনা	পেনাল কোড ১৮৬০	১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০	১৩	১৬	১১	১৭	৫৭
অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন	পেনাল কোড ১৮৬০	৭	০০	০০	০১	০০	০১
মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	২৮২ টেবিল ৩৬ (১) এর ১০ (ক/খ/গ)/ ১৪ (ক/খ/গ)/ ১৮ (ক/খ/গ)/ ১৯ (ক/খ/গ/	২২	৫০	৯২	১৮	১৮২
পরিবেশ দূষণ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)	২৪ (ক/খ/গ) ১৫ (১) এর টেবিল ৪ এর (ক) (খ)	০০	০১	০০	০০	০১
অবৈধভাবে নদী হতে বালু উত্তোলন	বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	১৫ (১) ৫ (১)/ ৫ (২) (খ)	২৫	৪০	৬১	৭৪	২০০
অবৈধ জাল দিয়ে মৎস্য শিকার/মা ইলিশ ও জাটকা নিধন	মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	২০	২৬৫	৪৯৪	৯৬৫	৪১৯	২১৪৩
লাইসেন্স ব্যাতীত তেল ক্রয় -বিক্রয় ও হেফাজতে রাখা	পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	১৯ (এ)/ ১৯ (এফ) ১৫ (১)/ ২৫ (এ) (বি)/ ২৫ (ডি)	০০	০৬	০১	০০	০৭
অবৈধভাবে অস্ত্র নিজ হেফাজতে রাখা	অস্ত্র আইন, ১৮৭৮	১৯ (এ)/ ১৯ (এফ) ১৫ (১)/ ২৫ (এ) (বি)/ ২৫ (ডি)	০১	০৪	০৬	০৩	১৪
জাল টাকা ক্রয়-বিক্রয়/ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভারত হতে পণ্য আমদানী/ ভেজাল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়/ অন্তর্ঘাতমূলক কার্য	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	১৯ (এফ) ১৫ (১)/ ২৫ (এ) (বি)/ ২৫ (ডি)	০৩	০২	০২	০৭	১৪
নারী ও শিশু অপহরণ /মুক্তি-পণ/ধর্ষণ/যৌন হয়রানী	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)	৭/৮/৯ (১) (৩) /১০/১১ (ক) (খ)	০৪	০৪	০৬	০১	১৫
/যৌতুকের জন্য মারধর বিশৃঙ্খলা ও	আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (সংশোধিত ২০১৮)	(গ)/৩০ ৪ (১)/৫/৭	০০	০১	০১	০১	০৩

অপরাধের ধরন	আইনের নাম	ধারা	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (মে পর্যন্ত)	মোট
চিংড়িতে বিষাক্ত জেলী মিশ্রিত করে বিক্রয় করা	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩	৫৮	০০	০২	০১	০০	০৩
ফেরীতে বেপরোয়া গতিতে ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু	সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮	৯৫/১০৫	০০	০০	০২	০০	০২
সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার	বন আইন, ১৯২৭	২৬ (১) (খ)/ ২৬ (১) (ক) (চ)	০২	০০	০০	০০	০২
ড্রেজারে ককটেল বিস্ফোরণ	বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮	৩/৪/৬	০০	০০	০২	০০	০২
বিভিন্ন প্রজাতীর সামুদ্রিক মাছের পোনা শিকার	সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০	৫ (৩)	০০	০০	০১	০৫	০৬
ফেরীতে/লঞ্চে জুয়া খেলা	জুয়া আইন, ১৮৬৭	৩/৪	০১	০৫	০৩	০০	০৯
পাসপোর্ট ব্যাতীত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ	বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ১৯৭৩	১১ (১) (গ)/ ১১ (২)	০০	০০	০১	০০	০১
বিনা পাসপোর্টে বাংলাদেশে প্রবেশ	কন্ট্রোল অফ কান্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২	৪	০০	০০	০১	০০	০১
সুন্দরবনে হরিণ হত্যা ও হরিণের মাংস সংগ্রহ/ক্রয় বিক্রয়/পরিবহন	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৩৭ (১) (২)	০১	০০	০০	০০	০১

নৌ পুলিশ কর্তৃক এ পর্যন্ত নৌ আদালতে দাখিলকৃত প্রসিকিউশনের পরিসংখ্যান

অপরাধের ধরন	আইনের নাম	ধারা	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (মে পর্যন্ত)	মোট
বাল্কহেড চলাচলে অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন	অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬	৫৬/৫৮/৬১/৬২/৬২/৬৩/৬৬ [illegible]	০০	০০	৭০৭	৭৫০	১৪৫৭

২। তদন্তকৃত মামলা এবং দাখিলকৃত প্রসিকিউশনের বিশ্লেষণ ঃ

১) উপরোক্ত ছক বিশ্লেষণে দেখা যায় নৌ অধিক্ষেত্রে নৌ পুলিশ কর্তৃক তদন্তকৃত মামলার মধ্যে-

- পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় ৯১৮টি,
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৮২টি,
- বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে ২০০টি,
- মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ২১৪৩টি, এবং

- অন্যান্য আইনের ধারায় ৮১টিসহ মোট ৩৫২৪টি মামলার তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

(মামলা রুজুর ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে আইনের প্রাধান্য বেশি সেই আইনকে হিসাবে রাখা হয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে একাধিক আইনের সন্নিবেশে মামলা রুজু করা হয়ে থাকে সে সমস্ত ক্ষেত্রে মূল আইনটিকে মামলার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।)

২) উল্লেখ্য যে, নৌ পুলিশ নৌ পথে মামলা দায়েরের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যদেশ, ১৯৭৬ এর ধারা ৫৬/৫৮/৬১ (চ) /৬২ (ক)/৬২ (খ)/৬৩ (ক)/৬৬/৬৭/৬৮/৭০ (১)/৭২ এ ১৪৫৭টি প্রসিকিউশন দাখিল করেছে।

২.৩ নৌ অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে আইন প্রয়োগ ঃ

১০ মার্চ ২০২০ সালে নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের পর হতে নৌ পুলিশ মামলা তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। এখন পর্যন্ত নৌ অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনে নৌ পুলিশ ২১৫৪টি মামলা রুজু করেছে এবং তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট প্রদান করেছে। নৌ অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ নিধন ও ক্ষতিসাধনে সংঘটিত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আইনে রুজুকৃত বছর ভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

অপরাধের ধরন	আইনের নাম	ধারা	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (মে পর্যন্ত)	মোট
অবৈধ জাল দিয়ে মৎস্য শিকার/ মা ইলিশ ও জাটকা নিধন	মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	৫ (১)/ ৫ (২) (খ)	২৬৫	৪৯৪	৯৬৫	৪১৯	২১৪৩
চিংড়িতে বিষাক্ত জেলী মিশ্রিত করে বিক্রয় করা	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩	৫৮	০০	০২	০১	০০	০৩
সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার	বন আইন, ১৯২৭	২৬ (১) (ক) (খ) (চ)	০২	০০	০০	০০	০২
বিভিন্ন প্রজাতীর সামুদ্রিক মাছের পোনা শিকার	সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০	৫ (৩)	০০	০০	০১	০৫	০৬

এ আইনের সর্বমোট ৯টি ধারা রয়েছে। তার মধ্যে ধারা ৩, ধারা ৪ ও ধারা ৪ (ক) তে অপরাধের বর্ণনা রয়েছে এবং ধারা ৫ এ অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্রে মামলা রুজুর ক্ষেত্রে এই আইনের ৫ (১)/৫ (২) (খ) ধারা প্রয়োগ করা হয়।

অপরাধসমূহ

ধারা-৩ : এই আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত জলাশয়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি অপরাধ বলে গণ্য হবে-

১. ফিক্সড ইঞ্জিন স্থাপন ও ব্যবহার
২. মাছ ধরার জন্য বেড়া, জলধার, বাঁধ, বেড়িবাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামোর স্থায়ী ও স্থায়ী নির্মাণ
৩. নিষিদ্ধ যে কোন জালের ব্যবহার
৪. মাছ ধরার জন্য নিষিদ্ধ যেকোন জাল, যন্ত্র, ফাঁদ কিংবা অন্য কৌশলের আমদানী, উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, দখল
৫. অভ্যন্তরীণ জলাশয় কিংবা উপকূলীয় জলসীমায় বিস্ফোরক, বন্দুক, তীর, ধনুক দ্বারা মাছ নিধন করা বা নিধনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ
৬. পানিতে বিষ প্রয়োগ, পানি দূষিতকরণ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে মৎস্য কিংবা মৎস্য খামার ধ্বংস বা ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ
৭. নির্ধারিত মৌসুমে নিষিদ্ধ প্রজাতির মৎস্য ধরা
৮. নির্ধারিত আকারের ছোট মাছ মারা বা বিক্রয়
৯. সকল কিংবা নির্ধারিত জলাশয়ে নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা
১০. কোন মৎস্য খামার শুষ্ক করে বা পানি শূণ্য করে মৎস্য নিধন বা নিধন করার চেষ্টা

ধারা-৪ : মৎস্য বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ : সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের যে কোন অংশে নিষিদ্ধ সময়ে নির্ধারিত কম দৈর্ঘ্যের মাছ ধরা, বিক্রয়, বহন, পরিবহন, বিক্রয় প্রস্তাব, প্রদর্শন বা দখলে রাখা।

ধারা-৪ ক : কারেন্ট জাল নিষিদ্ধকরণ : যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কারেন্ট জাল তৈরি, বুনন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, মজুদ, বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল ও

ধারা-৫ : শাস্তি :

(১) ধারা ৩ ও ধারা ৪ এ বর্ণিত আইনসমূহ লংঘনের ফলে সৃষ্ট অপরাধসমূহের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করা যাবে :

ক। অন্যূন এক বৎসর এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড, অথবা
খ। সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা
গ। উভয় দন্ড।

(২) (ক) ধারা ৪ ক এ বর্ণিত আইনসমুহ লংঘনের ফলে সৃষ্ট অপরাধসমুহের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করা যাবে :

ক। অন্যূন তিন বৎসর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড
খ। তৎসহ সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড।

অপরাধসমূহ
(২) (খ) কারেন্ট জাল বহন, পরিবহন, অধিকারী হওয়া, দখল কিংবা ব্যবহার করলে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করা যাবে : ক। অন্যূন এক বৎসর এবং অনুর্ধ্ব তিন বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড অথবা খ। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড।

সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে থাকে। এছাড়াও সমুদ্র সীমায় মাছ ধরার জন্য এই আইনের দ্বারা কর্তব্য ও করণীয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইন অমান্যকারীদের অপরাধ এবং শাস্তির বিষয় আইনের বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করা আছে।

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৫ : অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ	**ধারা-৫ (৩) মতে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হবে** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড (তবে বর্ণিত অর্ধদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৭ : মৎস্য আহরণে বিধি-নিষেধ (১) লাইসেন্স বা অনুমতি ব্যতীত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে নৌযানের সাহায্যে বা অন্য কোনো প্রকারে মৎস্য আহরণ, উদ্যোগ গ্রহণ বা সহায়তা করা।	**ধারা-৭ (২) মতে শাস্তি** ক। অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা খ। অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড ঘ। মৎস্য নৌযান ও সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হবে।
ধারা-২৪ : লাইসেন্স ব্যতীত বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ- যদি কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান লাইসেন্স ব্যতীত-	**ধারা-২৫ মতে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হবে নিম্নরূপ-** ক। অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা

অপরাধ	শাস্তি
(ক) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করে; (খ) মৎস্য আহরণ করে বা আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে; (গ) মৎস্য বোঝাই (load), খালাশ (unload) বা এক নৌযান হইতে অন্য নৌযানে মৎস্য স্থানান্তর (tranship)বা ক্রয়-বিক্রয় করে; (ঘ) বেআইনিভাবে মৎস্য পরিবহন, পাচার বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য সম্পদ বা পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন করে বা ক্ষতিসাধন হইতে পারে এমন কোনো কাজ করে বা কাজ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্ত কাজে সহায়তা করে; বা (ঙ) জ্বালানি সরবরাহ বোঝাই বা খালাশ করে; তা হলে উক্ত কার্য হবে একটি অপরাধ।	খ। অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড ঘ। মৎস্য নৌযান, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম এবং আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত হবে।
ধারা-২৭ : বিস্ফোরক, ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায়- (ক) মৎস্য নিধন অথবা অচেতন করে মৎস্য আহরণ, বা অন্য উপায়ে সহজে মৎস্য ধরার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করা বা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ (খ) উপরের উদ্দেশ্য পুরনে জন্য বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য বহন করা বা নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে রাখা; (গ) মৎস্য আহরণের জন্য ঘোষিত নিষিদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা বা প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ বা মৎস্য আহরণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত সরঞ্জাম মৎস্য নৌযানে বহন করা বা দখল বা নিয়ন্ত্রণে রাখা;	**ধারা-২৭ মতে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হবে নিম্নরূপ-** ক। অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড বা খ। অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদন্ড (তবে অর্থদন্ডে এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ। উভয় দন্ড।

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-২৮ : নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য আহরণের জন্য নির্ধারিত আকারের জাল ব্যতীত অন্য কোনো জাল, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, দখলে বা মৎস্য নৌযানে রাখে তাহলে তা হবে একটি অপরাধ।	**ধারা-২৮ মতে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হবে নিম্নরূপ-** ক। অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ। অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ। উভয় দন্ড।
ধারা-৩০: সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য শিকার, ড্রেজিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ যদি কোনো ব্যক্তি ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় অনুমতি ব্যতীত- (ক) মৎস্য আহরণ করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, বা (খ) ড্রেজিং, বালি ও কাঁকড় আহরণ করে, বর্জ্য বা অন্য কোনো দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ বা জমা করে বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য বা মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায় বা পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধন করে, বা (গ) উক্ত সংরক্ষিত এলাকায় কোনো ইমারত বা অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ করে।	**ধারা-৩০ (১/গ) মতে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি হবে নিম্নরূপ-** ক। অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ। অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ। উভয় দন্ড
ধারা-৪৬: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বাধা প্রদানের দন্ড	**ধারা-৪৬ মতে শাস্তি হবে-** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডে র এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ. উভয় দন্ড।
ধারা-৪৭ : মৎস্য নৌযান, ইত্যাদির ক্ষতি সাধনের দন্ড কোনো ব্যক্তি মৎস্য নৌযান, খুঁটি, গিয়ার বা	**ধারা-৪৬ মতে শাস্তি হবে-** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৪৯ : মার্কিং ব্যতীত মৎস্য নৌযান পরিচালনার দন্ড কোনো নৌযানের মালিক বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে মার্কিং ব্যতীত কোনো মৎস্য নৌযান পরিচালনা করলে উক্ত কার্য হবে একটি অপরাধ	**ধারা-৪৯ মতে শাস্তি হবে-** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ. উভয় দন্ড।
ধারা-৫০ : নৌযানে আরোহণকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের দন্ড নৌযানে আরোহণকৃত কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হলে উক্ত নৌযানের স্কিপার উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন।	**ধারা-৫০ মতে শাস্তি হবে-** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ. উভয় দন্ড।
ধারা-৫১ : বেআইনিভাবে ধৃত মৎস্য সংরক্ষণ, মজুদ বা বিক্রয় করার দন্ড কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে বেআইনিভাবে ধৃত মৎস্য সংরক্ষণ, মজুদ বা বিক্রয় করেন, তাহলে উক্ত কার্য হবে একটি অপরাধ	**ধারা-৫১ মতে শাস্তি হবে-** ক. অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে (তবে বর্ণিত অর্থদন্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা গ. উভয় দন্ড।

বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ দশটি অধ্যায় এবং ৫৪টি ধারায় বিভক্ত। নৌ অধিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বন্য প্রাণী আইনের কোন বিধি লংঘন করলে নৌ পুলিশ নিম্নোক্ত ধারাসমূহ প্রয়োগ করে থাকে-

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-১৪ (ঠ) : অভয়ারণ্যে জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তন, বন্ধ বা দূষিতকরণসহ অন্যান্য অপরাধ	**ধারা-৩৭ (২) মতে** **প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে** ক। সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা

অপরাধ	শাস্তি
	খ। সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড **অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে-** ক। সর্বোচ্চ ৫ (পাচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড
ধারা-৩৭ (১) : তফসিল (১)এ উল্লিখিত চিতাবাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা (তবে কেউ চিতা বাঘ কিংবা কুমির কর্তৃক আক্রান্ত হলে জীবন রক্ষার্থে আক্রমণকারী বাঘ/কুমির হত্যা করতে পারবে)	**ধারা-৩৭ (১) মতে** **প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে** ক। সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ৩(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড **অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে-** ক। সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড
ধারা-৩৭ (২) : চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন এর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা, ক্রয় বা বিক্রয় করা, পরিবহন করা।	**ধারা-৩৭ (২) মতে** **প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে** ক। সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড **অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে-** ক। সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৩৮ (১) : পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যার অপরাধ	**ধারা-৩৭ (২) মতে** **প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে** ক। সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ডে দন্ড **অপরাধের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে-** ক। সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ। সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা গ। উভয় দন্ড
ধারা-৩৮ (২) : পাখি বা পরিযায়ী পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস দেহের অংশ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা বা ক্রয় বা বিক্রয় করা বা পরিবহন করা।	**ধারা-৩৮ (২) মতে** ক. সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড এবং খ. একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সর্বোচ্চ ১(এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড।

ঃ

অপরাধ	সংশ্লিষ্ট আইন	আমলযোগ্য/ আমলঅযোগ্য	দন্ড/সাজার ধরণ
ইজারা গ্রহণ ব্যতীত বালু/মাটি উত্তোলন	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ [ধারা- ১৫(১)] [দঃ বিঃ ৪৪৭]	আমলযোগ্য	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড, যার মেয়াদ অনুর্ধ্ব ০২ (দুই) বছর কারাদন্ড/সর্বনিম্ন অর্থদন্ড ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা/সর্বোচ্চ অর্থদন্ড ১০

অপরাধ	সংশ্লিষ্ট আইন	আমলযোগ্য/ আমলঅযোগ্য	দন্ড/সাজার ধরণ
			লক্ষ টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ড হবে।
আইনে নির্দেশিত সংজ্ঞায়িত বালু ব্যতীত অন্য কোন খনিজ উত্তোলন	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ [ধারা- ১৫(১)]	আমলযোগ্য	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড, যার মেয়াদ অনুর্ধ্ব ০২ (দুই) বছর কারাদন্ড/সর্বনিম্ন অর্থদন্ড ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা/সর্বোচ্চ অর্থদন্ড ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ডনীয় হবে।
পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সংকট সৃষ্টি	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ [ধারা- ১৫(১)] [দঃ বিঃ ৪৩১]	আমলযোগ্য	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।
আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন না করে ভিন্ন কোন উপায়ে মাটি/বালু উত্তোলন পাম্প, বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। [ধারা ৫ এর (১)(২)(৩)]	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ [ধারা ১৫(১)]	আমলযোগ্য	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড, যার মেয়াদ অনুর্ধ্ব ০২ (দুই) বছর কারাদন্ড/সর্বনিম্ন অর্থদন্ড ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা/সর্বোচ্চ অর্থদন্ড ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ডনীয় হবে।
নদী, খাল, বিল অথবা অন্য কোন জলাধার দূষণ	[দঃ বিঃ ২৭৭]	আমলযোগ্য	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড যার মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদন্ডে যার পরিমাণ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে।

মামলার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এই আইনের অধীনে ২০১৯ সালে ২৫টি, ২০২১ সালে ৪০টি, ২০২২ সালে ৬১টি এবং ২০২৩ এর মে মাস পর্যন্ত এই ধারায় ৭৪টি মামলা রুজু করা হয়। অর্থাৎ মামলা রুজুর বিবেচনায় এই ধারাটি নৌ পুলিশের সবচেয়ে প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ ধারার মধ্যে অন্যতম।

২.৫ নৌ অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট দন্ডবিধির ধারাসমূহ ঃ

দন্ডবিধি, ১৮৬০ এ মোট ২৩টি অধ্যায় ও ৫১১টি ধারা রয়েছে। নৌ পুলিশ নিজ অধিক্ষেত্রে

জেলা/মেট্রো পুলিশের ন্যায় সকল প্রকার নিয়মিত মামলা রুজু এবং তদন্ত করে থাকে। নৌ পুলিশে পদায়নকৃত পুলিশ সদস্যগণ দন্ডবিধির যে সমস্ত ধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত হবেন নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-২৭৭ ঃ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঝর্ণা বা সংরক্ষণাবেক্ষণাগারে পানি দূষিত করা– কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জনসাধারণের ব্যবহার্য ফোয়ারা বা জলাশয়ের পানি এমনভাবে দূষিত করে যার দরুন সচরাচর যে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়, সে উদ্দেশ্যের দিক হতে তা কম ব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে	**শাস্তি ঃ** ক. তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, অথবা খ. পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা গ. উভয় দন্ড
ধারা-২৮০ ঃ বেপরোয়া জাহাজ চালান– বেপরোয়াভাবে বা তাচ্ছিল্যের সাথে কোন জাহাজ চালানো, যাতে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হতে পারে বা বিপন্ন কোন ব্যক্তিকে আহত বা জখম করার সম্ভাবনা থাকে	**শাস্তি ঃ** ক. ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ড বা গ. উভয়দন্ড
ধারা-২৮২ ঃ ভাড়ার জন্য নিরাপত্তাহীন বা অতিরিক্ত বোঝাইকৃত জাহাজযোগে জলপথে ব্যক্তি বহন করা– ভাড়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে জলপথে এমন কোন জাহাজযোগে জ্ঞাতসারে বা তাচ্ছিল্য সহকারে পরিবহন করা বা পরিবাহিত করায় যে জাহাজ এমন অবস্থায় রয়েছে বা এরূপে বোঝাই করা হয়েছে, যাতে উক্ত ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হতে পারে	**শাস্তি ঃ** ক. ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমান-াদন্ড, বা গ. উভয়দন্ড
ধারা-৩০৪-ক ঃ অবহেলার ফলে ঘটিত মৃত্যু– অপরাধজনক নরহত্যা বলে গণ্য নয় এরূপ কোন বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কার্য করে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো	**শাস্তি ঃ** ক. পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. জরিমানাদন্ড, অথবা গ. উভয়দন্ড

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৩৩২ ঃ সরকারি কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করা– কোন ব্যক্তিকে সরকারি কর্মচারী হিসাবে তার কর্তব্য পালনকালে, কিংবা উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কোন সরকারি কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারি কর্মচারী হিসাবে তার কর্তব্য পালনে নিরস্ত করার বা বাধাদান করার উদ্দেশ্যে, অথবা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ সরকারি কর্মচারী হিসাবে আইনানুগভাবে তার কর্তব্য পালনকালে কৃত বা করার জন্য উদ্যত অবস্থায় কোন কিছু দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত আঘাত দান করা	**শাস্তি ঃ** ক. তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. জরিমানাদন্ড, অথবা গ. উভয়দন্ড
ধারা-৪৩১ ঃ সরকারি রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করে অনিষ্ট সাধন– এরূপ কোন কার্য করা, যে কার্য কোন সরকারি রাস্তা, নৌ-চলাচলযোগ্য নদী বা নৌ-চলাচলযোগ্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম খালকে অনতিক্রমণীয় কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদ হিসাবে পরিণত করে বা যে কাজ অনুরূপ পরিণত করতে পারে বলে সে জেনে, সেরূপ কোন কার্য করা	**শাস্তি ঃ** ক. পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. জরিমানাদন্ড, অথবা গ. উভয়দন্ড
ধারা-৪৩৩ ঃ কোন বাতিঘর বা সমুদ্র-চিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তরিত বা অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর পরিণত করে অনিষ্ট সাধন– সমুদ্র-চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত কোন বাতিঘর বা অন্য কোন বাতি অথবা নাবিকগণের পথ প্রদর্শক হিসাবে স্থাপিত যেকোন সমুদ্র-চিহ্ন বা বয়া বা অন্য কিছু ধ্বংস বা স্থানান্তরিত করা বা অন্য কোন কার্যের সাহায্যে অনুরূপ কোন বাতিঘর, সমুদ্র-চিহ্ন, বয়া বা পূর্বোক্ত অন্য কিছুকে নাবিকগণের পথপ্রদর্শক হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর করা	**শাস্তি ঃ** ক. সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা খ. জরিমানাদন্ড, অথবা গ. উভয়দন্ড

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৪৩৭ ঃ পাটাতনবিশিষ্ট জাহাজ বা বিশ টন পরিমাণ ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করা বা বিপজ্জনক হিসাবে পরিণত করার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সাধন করা– পাটাতনবিশিষ্ট কোন জাহাজ কিংবা বিশ টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করার বা বিপজ্জনক হিসাবে পরিণত করার অভিপ্রায়ে উক্ত জাহাজ ধ্বংস করতে বা বিপজ্জনক হিসাবে পরিণত করতে পারে বলে জেনেও উক্ত জাহাজের অনিষ্ট সাধন করা	**শাস্তি ঃ** ক. দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, তদুপরি খ. জরিমানাদন্ড
ধারা-৪৩৮ ঃ অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট সাধনের শাস্তি– অগ্নি বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে পাটাতনবিশিষ্ট কোন জাহাজ কিংবা বিশ টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ভারবাহী কোন জাহাজ ধ্বংস করার বা বিপজ্জনক হিসাবে পরিণত করা বা করার উদ্যোগ করা	**শাস্তি ঃ** ক. যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, তদুপরি খ. জরিমানাদন্ড
ধারা-৪৩৯ ঃ চুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করার শাস্তি– ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাহাজ, উক্ত জাহাজস্থিত কোন সম্পত্তি চুরি করার বা অনুরূপ যেকোন সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ যাতে সংঘটিত হতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে, জলমগ্ন, চড়া বা কূলের দিকে ধাবিত করা	**শাস্তি ঃ** ক. দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, তদুপরি খ. জরিমানাদন্ড

২.৬ পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন) ঃ

নৌ অধিক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধি লংঘন করলে নৌ পুলিশ নিম্নোক্ত ধারা

প্রয়োগ করে থাকে-

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-২০ ঃ এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবার দন্ড– (১) যদি- (ক) কোনো ব্যক্তি প্রণীত বিধানাবলী লঙ্ঘনপূর্বক পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করেন; বা (খ) কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর সহিত সংশ্লিষ্ট ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধির বিধানাবলী লঙ্ঘন করেন; বা (গ) লাইসেন্স গ্রহীতা পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণের স্থান বা পরিবহনরত যানের নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সর কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন; বা (ঘ) কোনো পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের স্থান বা পরিবহনরত যানের আপাতত নিয়ন্ত্রেণে বা দায়িত্বে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে- (অ) উক্ত স্থানে বা ক্ষেত্রমত, যানে কোনো পেট্রোলিয়াম পরিদর্শনের সময় বা উক্ত পরিদর্শনে যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, অথবা (আ) পেট্রেলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ করিতে অসহযোগিতা করেন; (ঙ) ধারা ২৪ এর অধীন সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদানে ব্যর্থ হন,	**শাস্তি ঃ** ক. অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড। একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে উক্ত দন্ডের দ্বিগুন হারে দন্ডিত হবে।

অপরাধ	শাস্তি
(২) পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাত-করণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের স্থান বা পরিবনরত যানের আপাতত নিয়ন্ত্রণে বা দায়িত্বে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ১০ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে- (অ) উক্ত স্থান বা ক্ষেত্রমত, যান পরিদর্শনে বাধা প্রদান করেন বা যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা (আ) উক্ত পেট্রোলিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো দলিলপত্র, প্লান্ট বা যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন।	

২.৭ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ (১৯৭৬ সালের ৭২ নং অধ্যাদেশ) ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হবে-

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৬১ ঃ ক. ধারা ৩৩ ভঙ্গ করে বৈধ সার্ভে সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো নৌ যাত্রা করলে। খ. কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান ৪৩ নং ধারা অমান্য করে যদি মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিন চালক ব্যতীত কোনো নৌ যাত্রা করে। গ. ৫৪ নং ধারা ভঙ্গ করে কোনো নৌযান বৈধ রুট পারমিট এবং টাইম টেবিল না নিয়ে নির্ধারিত রুট ছাড়া অন্য রুটে চলাচল করে। ঘ. কোনো নৌযান ৫৬ নং ধারার প্রয়োজন অনুযায়ী যদি অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত না থাকে বা ঐগুলির যোগান না থাকে।	**শাস্তি ঃ** ক. অনধিক ০১ বছর কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৬১ (ক) ঃ ক. ৫৫ ধারা ভঙ্গ করে ঝড়ের বিপদসূচক সংকেত ঘোষিত হওয়ার পরেও কিংবা আশংকা থাকার পরেও নৌযান যাত্রা শুরু করলে। খ. ধারা ৫৬ (ক) মোতাবেক চলমান নৌযান যখন তখন সংঘর্ষ এড়ানোর অথবা গতি নিয়ন্ত্রণ ও পাল তুলে চলার নির্ধারিত নিয়মাবলি ভঙ্গ করলে।	**শাস্তি ঃ** ক. অনধিক ০৩ বছর কারাদন্ড বা খ. অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৬২ ঃ ক. ১০ ধারা নিমিত্তে নৌযানটির সার্ভের সনদপত্র বুঝে না রাখা খ. ১৯ ধারা নিমিত্তে জাহাজে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার প্রদর্শন না করা গ. ৬০ ধারা নিমিত্তে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ্য স্থানে না টানানো	**শাস্তি ঃ** ক. অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা খ. অনধিক ০২ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৬৩ ঃ ক. ১৩ ধারা নিমিত্তে নৌযানের বাতিলকৃত ও সময়সীমা উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট জমা না দিলে	**শাস্তি ঃ** ক. তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা খ. এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৬৬ ঃ সনদপত্র ইত্যাদি ব্যতীত নৌযান চলাচলের দন্ড ঃ যদি কোনো ব্যক্তি- ক. এমন কোনো ব্যক্তিকে একটি অভ্যন্তরীণ নৌযানের মাস্টার, প্রকৌশরী বা ইঞ্জিন চালক হিসাবে কাজ করবার জন্য নিয়োগ করেন যার কাছে লাইসেন্স নাই কিংবা সে কাজের যোগ্য না। খ. যথোপযুক্ত বৈধ যোগ্যতার সনদপত্র বা লাইসেন্স এর উপযুক্ত না হয়ে বা লাইসেন্স না রেখে এইরূপ নৌযানের কোনো নৌ-যাত্রায় মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিন চালক হিসাবে কাজ করেন।	**শাস্তি ঃ** নৌযান মালিকের ক. তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা খ. ০৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড

অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৬৭ ঃ **অতিরিক্ত যাত্রী বহনের শাস্তি ঃ** যেক্ষেত্রে কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোনো নৌযানে বা তার কোনো অংশে সার্ভে সনদপত্র নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করলে	**শাস্তি ঃ** নৌযানের মাস্টারের ক. ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ. প্রত্যেক অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য একশত টাকা পর্যন্ত অথদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৬৮ ঃ ৫৭ এবং ৫৮ নং ধারা ভঙ্গ করিবার শাস্তি ঃ ক. ৫৭ নং ধারা : বিপদজনক মালামাল পরিবহন করার শাস্তি- খ. ধারা-৫৮ : যাত্রীবাহী নৌযানের উপরের ডেকে মালামাল বহন করবে না– কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হলে- ক. খোলা ছাদের উপরে কোনো যাত্রী; অথবা খ. উপরের ডেকে কোনো মালামাল; অথবা গ. এমনভাবে যাত্রী বা মালপত্র যাতে যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিবহন সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘিত হয়; অথবা ঘ. অননুমোদিত স্থানে কোনো যাত্রী বা মালামাল বহন করবে না।	**শাস্তি ঃ** (ক) নৌযানটির মালিক তিন হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে এবং (খ) নৌযানটির মাস্টার তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডযোগ্য হবে
ধারা-৬৮ ক ঃ ৫৭ ক ধারা ভঙ্গ করার শাস্তি ঃ নদী পথে জাল পেতে বা অন্য কোনভাবে কোন নাব্য নৌ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা	**শাস্তি ঃ** ক. ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ. ০৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৬৯ ধারা ঃ বিপজ্জনক মালামাল বহন, ইত্যাদি করার শাস্তি ঃ	**শাস্তি ঃ** ক. ০৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা খ. ০৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা গ. উভয় দন্ড
ধারা-৭০ (১) ঃ অসদাচরণ, ইত্যাদির দরুন জাহাজ বিপদাপন্ন করবার শাস্তি ঃ যদি কারো ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন বা কর্তব্যে	**শাস্তি ঃ** ক. পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা খ. দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড কিংবা

অপরাধ	শাস্তি
অবহেলার দরুন- (ক) এইরূপ কোনো কর্ম করে যার দরুণ নৌযান ডুবে যায়, ধ্বংস অথবা বাস্তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা পোতাপরি সেই নৌযান বা অন্য কোনো নৌযানের আরোহীর জীবন বা অংগ বিপন্ন বা কোনো সম্পত্তি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বা (খ) এরূপ তার করণীয় কোনো কর্তব্য সম্পাদন করতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয়, যা করলে কোনো নৌযান ডুবা হতে, ধ্বংস বা ক্ষতি হতে বা কোনো ব্যক্তির জীবন বা অংগহানি হতে রক্ষা করা সম্ভব হত।	গ. উভয় দন্ডই প্রাপ্ত হবে
ধারা-৭২ ঃ অন্যান্য ধারা ভঙ্গ করবার শাস্তি ঃ যে ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই অধ্যাদেশের যে কোনো ধারা [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] অধ্যাদেশের অন্যত্র কোনো শাস্তির উল্লেখ নাই	**শাস্তি ঃ** সে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে

২.চ নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট পিআরবি'র কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবিধান ঃ

নৌ পুলিশ সদস্যগণের পিআরবি'র যে সমস্ত প্রবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	পিআরবি'র সংশ্লিষ্ট প্রবিধান	বিষয়বস্তু
১.	প্রবিধান নং- ২১৬	গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে ও স্টিমার ঘাটে এএসআই বা কনস্টেবল প্রেরণ
২.	প্রবিধান নং- ২১৭	গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে ও স্টিমার ঘাটে প্রেরিত এএসআই বা কনস্টেবল দিগকে যাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে
৩.	প্রবিধান নং- ২২২	ফেরি নৌকার অতিরিক্ত বোঝাই রোধ
৪.	প্রবিধান নং- ২২৭	জাহাজডুবি
৫.	প্রবিধান নং- ২৯১	অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং দেশীয় নৌকার মধ্যে সংঘর্ষের মামলা তদন্ত
৬.	প্রবিধান নং- ৩৬০	ভাসমান ফাঁড়ি ও প্যাট্রোল লঞ্চ
৭.	প্রবিধান নং- ৩৬১	থানা পেট্রোল নৌকা

ক্রমিক	পিআরবি'র সংশ্লিষ্ট প্রবিধান	বিষয়বস্তু
৮.	প্রবিধান নং- ৭৭১	মাঝি ও মাল্লা নিয়োগ
৯.	প্রবিধান নং- ৯৪৮	পুলিশ লঞ্চের সারেং, ড্রাইভার ও ক্রু'র ইউনিফর্ম/ড্রেস রুল
১০.	প্রবিধান নং- ৯৪৯	পুলিশ নৌকার মাঝি ও দড়ি টানাওয়ালার ইউনিফর্ম/ ড্রেস রুল
১১.	প্রবিধান নং- ১১৭৫	লঞ্চ অথবা নৌকায় সংযোজনের খরচ
১২.	প্রবিধান নং- ১১৭৬	ভাড়া নৌকার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
১৩.	প্রবিধান নং- ১১৭৭	ভাড়া নৌকার খরচ

অধ্যায় - তৃতীয়

৩.০ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ

নৌ পুলিশ

৩.১ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে নৌ পুলিশ ঃ

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় নৌ পুলিশ সর্বদা সচেষ্ট থেকে দেশের নদ-নদী, হাওড় বিল, কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হালদা, কাপ্তাই লেক, নিঝুম দ্বীপ ও সুন্দরবনসহ সকল অভয়াশ্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা নিধন রোধ করে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পূর্বক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জনগনের আমিষের চাহিদা পূরণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে পাশাপাশি আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যেমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তেমনি মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে নৌ পুলিশ।

৩.২ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অপারেশনাল ক্যালেন্ডার ঃ

নৌ পুলিশ সারা বছর অপারেশনার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আইন ভঙ্গ করে মৎস্য শিকারের বিরদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে।

ক্রমিক	বিশেষ ইভেন্টের নাম	সময়কাল
১.	জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম	০১ নভেম্বর-৩০ জুন (৮ মাস)
২.	বিশেষ কম্বিং অপারেশন	০৪-১০ জানুয়ারী (১ম ধাপ) ১৯-২৬ জানুয়ারী (২য় ধাপ) ০৩-০৯ ফেব্রয়ারী (৩য় ধাপ) ১৮-২৫ ফেব্রয়ারী (৪র্থ ধাপ)
৩.	কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ-করণ কার্যক্রম	১ মে-৩১ জুলাই (৯০ দিন)
৪.	৬৫ দিনের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ অভিযান	২০ মে-২৩ জুলাই (৬৫ দিন)
৫.	সুন্দরবনে সকল ধরনের মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা	০১ জুন- ৩১আগষ্ট/২০২২ (৪ মাস)
৬.	মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান	অক্টোবর (২২ দিন)

নৌ পুলিশ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধকালিন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি অভিযানের পূর্বে ও পরে প্রতিরোধমূলক নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। মৎস্য সম্পদ আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকদেরকে সচেতনা করে তোলা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দেশব্যাপী সরকারের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা হয়।

৩.৩.১ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ঃ

যে কোনো কার্যক্রম সফল করতে জনসম্পৃক্ততা অপরিহার্য। মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আনার প্রয়াসে নৌ পুলিশ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এলক্ষ্যে নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য আহরণ নিরুৎসাহিত করার জন্য জেলে, নৌকা ও ট্রলার মালিক সমিতি, বরফকল মালিক সমিতি, ফিশিং বোট মালিক ও শ্রমিক সমিতিসহ জনসাধারণকে নিয়ে নৌ পুলিশ নিয়মিত জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে।

৩.৩.২ লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম ঃ

নৌ পুলিশ সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ণে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায়, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীজনদের (যেমন, জেলে সম্প্রদায়, জেলে পল্লী, ফিসিং বোটঘাট, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্য আড়ৎ, বরফকল মালিক সমিতি, স্থানীয় জনসাধারণ) মাঝে লিফলেট বিতরণ করে। সাধারণত নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এ সকল লিফলেট তৈরি করে নৌ অঞ্চল/থানা/ফাঁড়িসমূহে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে নৌ পুলিশ অঞ্চল/থানা/ ফাঁড়িসমূহ নিজ অধিক্ষেত্রে বসবাসরকারী জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে থাকে।

৩.৩.৩ বরফ সরবরাহ সীমিতকরণ কার্যক্রম (সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ সময়ে) ঃ

মা ইলিশসহ জাটকা ও অনান্য মাছ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বরফ সরবরাহের মাধ্যমে জেলেদের মৎস্য সংরক্ষণ ও মজুদের সুযোগ করে দেওয়ার ফলে সরকারের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যহত হয়। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং সরকারের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বরফকল মালিক ও মালিক সমিতিকে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সচেতনতা ও প্রচারের মাধ্যমে এ বিষয়টি অবহিত করে এবং পরবর্তীতে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নৌ পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

৩.৩.৪ জেলে পল্লীতে নজরদারি ঃ

মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে নৌ পুলিশ স্থানীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্য ঘাট, মৎস্য আড়ত, বাজার, ট্রলার ঘাট ও জেলে পল্লীতে প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করে এবং জেলেদের উপর গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখে। নজরদারিতে প্রাপ্ত তথ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরফলে মৎস্য আহরণকারীগণ তাদের ট্রলার ও জাল নিয়ে নদীতে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত থাকে। এতে আইন মানার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

৩.৩.৫ মিডিয়ায় প্রচার ও প্রচারণা ঃ

নৌ পুলিশ কর্তৃক নৌ পথে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

ও তদন্ত কার্যক্রমের সফলতা স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রায়শই প্রচারিত হয়ে থাকে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ, সরকার কর্তৃক ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মা ইলিশ সংরক্ষণ, জাটকা নিধন প্রতিরোধ ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নৌ পুলিশ বিভিন্ন ধরনের অপরেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করে। অধিকাংশ কার্যক্রমই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে।

৩.৩.৬ নিয়মিত টহল পরিচালনা ঃ

নৌ অধিক্ষেত্রে মৎস্য ও নৌ সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণের পাশাপাশি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য নিরাপদ নৌ পথ নিশ্চিতকরণে নৌ পুলিশ নিয়মিত টহল পরিচালনা করে। নৌ টহল পরিচালনার মাধ্যমে নৌ পথে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জলজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা নৌ পুলিশের অন্যতম প্রধান কাজ।

৩.৩.৭ ড্রোন টহল ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

নৌ পুলিশ টহল ও অভিযানে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ। ইতিমধ্যে নৌ অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে টহল ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জন পূর্বক নৌ পুলিশের প্রতিটি সদস্য নিজেকে দক্ষ করতে সচেষ্ট। আধুনিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তিই বিকল্প।

৩.৩.৮ সিসিটিভি ক্যামেরায় লাইভ নজরদারি ঃ

নৌ পুলিশ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ (হালদা নদী) সহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ নৌ স্থাপনায় সিসিটিভি স্থাপনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা সরাসরি নজরদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নৌ অধিক্ষেত্রে ও স্থাপনায় সিসিটিভি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

৩.৪ মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে নৌ পুলিশের অভিযান ঃ

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় নৌ পুলিশ সর্বদা সচেষ্ট থেকে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হালদা, কাপ্তাই লেক, নিঝুম দ্বীপ ও সুন্দরবনসহ সকল অভয়াশ্রমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং বংশ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা নিধন প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে নৌ পুলিশ। নৌ পুলিশ নিজ অধিক্ষেত্রে অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণসহ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বিশেষ করে মা ইলিশ ও জাটকা রক্ষায় প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণে নৌ পুলিশের অভিযানসমূহ-

- অবৈধ জালের বিরুদ্ধে

- ইলিশের অভয়াশ্রম রক্ষা
- মা ইলিশ সংরক্ষণ
- জাটকা নিধন প্রতিরোধ
- বিশেষ কম্বিং অপারেশনস
- সমুদ্র সীমায় ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধকরণ
- কাপ্তাই লেকে ০৩ মাস মৎস্য আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধকরণ
- হালদা নদীতে সমগ্র বছর মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ
- সুন্দরবনে মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ সংরক্ষণ

৩.৪.১ জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান ঃ

নৌ পুলিশ প্রতি বছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ০৮ মাস জাটকা নিধন প্রতিরোধ করতে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে থাকে। নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা থেকে প্রায়ই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতিটি নৌ অঞ্চল/থানা/ফাঁড়ির অফিসার ও ফোর্স বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। অধিকন্তু নৌ পুলিশ প্রধানও বিভিন্ন সময়ে এ সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অভিযানে আইন ভঙ্গকারী জেলে, ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের অভিযানে ধৃত জাটকাসহ জাটকা নিধনে ব্যবহৃত নৌকা, জাল প্রভৃতি জব্দ করা হয়। পাশাপাশি অবৈধ কারেন্ট জাল তৈরির কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জাটকা নিধন প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নৌ পুলিশ সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও নৌ পুলিশ কর্তৃক জাটকা নিধনের কুফল সম্বলিত লিফলেট বিতরণ, সচেতনতা সভা প্রভৃতি আয়োজন করা হয়। ২০২২ সালে শুধু জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযানে নৌ পুলিশ ৪৮০টি মামলা রুজু, ৫৩৩টি নৌযান আটক, ২০১৯ জনকে গ্রেফতার, ২৭৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং প্রায় ৯৮ কোটি মিটার জাল উদ্ধার করে।

৩.৪.২ ইলিশ অভয়াশ্রমে অভিযান ঃ

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর ধারা-৩ এর উপধারা-৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ০৬ টি জেলা যথা: ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, শরীয়তপুর জেলার মেঘনা নদীর ঊর্ধ্ব ও নিম্ন অববাহিকা, তেতুলিয়া নদী, আন্ধারমানিক নদী, পদ্মা ও কালাবদর নদীর ৪৩২ কিলোমিটার এলাকায় ০৬ টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে ০৫ টি অভয়াশ্রমে মার্চ-এপ্রিল ০২ মাস এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. এলাকায় নভেম্বর-জানুয়ারি ০৩ মাস সকল প্রকার মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। অভয়াশ্রম এলাকায় ঘোষিত নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য আহরণ বন্ধে জেলেদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণার পাশাপাশি নৌ পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে।

ক্রমিক	ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকা	সকল প্রকার মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
১.	চাঁদপুর জেলার ঘাটনল থেকে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কি.মি. এলাকা	মার্চ-এপ্রিল
২.	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনা নদীর শাহ্বাজপুর শাখা নদীর ৯০ কি.মি. এলাকা	মার্চ-এপ্রিল
৩.	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীর ১০০ কি.মি. এলাকা	মার্চ-এপ্রিল
৪.	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া-ভেদরগঞ্জ উপজেলা অংশে নিম্ন পদ্মার ২০ কি.মি. এলাকা	মার্চ-এপ্রিল
৫.	বরিশাল জেলার হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার ৮২ কি.মি.	মার্চ-এপ্রিল
৬.	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. এলাকা	নভেম্বর-জানুয়ারি

সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সারা দেশে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে নির্ধারিত ২২ দিন (অক্টোবর মাসে) সাগর, মোহনাসহ দেশের সকল নদ-নদীতে ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং এ সময় সারা দেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয় ও বাজারজাতকরণও নিষিদ্ধ থাকে।

নদ-নদী ও মোহনায় ইলিশসহ সকল প্রকার মৎস্য আহরণ এবং ইলিশ পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় বন্ধ রাখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলায় বরফকলসমূহও বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮টি জেলার (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নড়াইল) নদ-নদী, মোহনায় ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় বন্ধ থাকে। এ প্রেক্ষিতে নৌ পুলিশ সমগ্র দেশের ১১ টি নৌ অঞ্চলে ১২০ টি নৌ থানা/ফাঁড়ি এবং ০৬/০৭ টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মাধ্যমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করে।

শুধু ২০২২ সালে ২২ দিনের মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে নৌ পুলিশ কর্তৃক ৪৪০টি মামলা রুজু, ৩২৭৬টি নৌযান আটক, ৩৭৪৫ জনকে গ্রেফতার, ২৯৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং প্রায় ১৪৪ কোটি মিটার জাল উদ্ধার করা হয়। ফলে বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন কাংখিত লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

৩.৪.৪ বিশেষ কম্বিং অপারেশন ঃ

বিশেষ কম্বিং অপারেশনের আওতাভুক্ত ১৭ টি জেলা যথা: পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, লক্ষীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও চাঁদপুর। ২০২২ সালের "বিশেষ কম্বিং অপারেশনস্" নিম্নোক্ত ধাপসমূহে পরিচালনা করা হয়-

১ম ধাপ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ০৫ জানুয়ারী ২০২২
২য় ধাপ: ১৪-২১ জানুয়ারী ২০২২
৩য় ধাপ: ২৮ জানুয়ারী হতে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২
৪র্থ ধাপ: ১৩-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

৩.৪.৫ সমুদ্র সীমায় ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধে অভিযান ঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা সকল প্রকার মাছ, চিংড়ি ও চিংড়ি জাতীয় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মাছের প্রজননকাল সংরক্ষণে এবং সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধকাল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লেখিত সময়ে নৌ পুলিশ সমুদ্র সীমায় বিভিন্ন ধরনের অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এতদসংক্রান্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে নৌ পুলিশ কর্তৃক একটি Action Plan প্রণয়ন করা হয়।

অভিযান প্রস্তুতিকালে সাগর সঙ্গমস্থলের সংশ্লিষ্ট নৌ পুলিশ ইউনিটসমূহকে প্রস্তুত করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে বিদ্যমান নৌযানের পাশাপাশি অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত জনবল, নৌযান ও জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে ট্রলার/নৌযানসমূহের জেটি বা ঘাটে অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিট ইনচার্জদের মাধ্যমে সমুদ্রগামী ট্রলার/নৌযানসমূহের তালিকা এবং মালিকদের নাম ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও, জেলে পল্লীর সার্বিক কার্যক্রমের উপর নজরদারী রাখা হয়। সমুদ্রে মৎস্য সংরক্ষণের অন্যতম উপাদান বরফ। জেলেরা অবৈধভাবে ফিসিং বোটে বরফ মজুদ করে এবং তা দিয়ে মৎস্য সংরক্ষণ করে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বরফকলসমূহের তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে এই ৬৫ দিন উপকূলীয় এলাকায় বরফ উৎপাদন সীমিত রাখা হয়। নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ক্রয় বিক্রয় বন্ধে নৌ পুলিশ মৎস্য আড়ৎ, বাজার, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং মৎস্য ঘাটসমূহ পরিদর্শন করে। সমুদ্র সীমায় মৎস্য আহরণ করে এমন ফিসিং বোটের সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের সাথে আলোচনা করা হয়। নিষিদ্ধকালীন সময়ে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে ফিসিং বোট সমিতি'কে সচেতন ও সতর্ক করাসহ সাগরে মাছ ধরার জন্য ট্রলারসমূহের ঘাট ত্যাগ বন্ধে নৌ পুলিশ ফিসিং বোট ঘাট পরিদর্শন করে। উল্লিখিত সময়ে সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুসহ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়।

২০২২ সালে ৬৫ দিনের সামুদ্রিক জলসীমায় অভিযানে নৌ পুলিশ কর্তৃক ৮৩টি মামলা রুজু, ৮৬টি নৌযান আটক, ৪৩৩ জনকে গ্রেফতার, ৪৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং

প্রায় ২১ কোটি মিটার জাল উদ্ধারপূর্বক ধ্বংস করা হয়।

৩.৪.৬ কাপ্তাই লেকে অভিযান ঃ

কাপ্তাই লেক বাংলাদেশে, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম মনুষ্যসৃষ্ট স্বাদু পানির হ্রদ। মূল লেকের আয়তন প্রায় ১৭২২ বর্গকিলোমিটার, তবে আশেপাশে আরও প্রায় ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার প্লাবন ভূমি রয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলার সদর, কাপ্তাই, নানিয়ারচর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি উপজেলা নিয়ে এ লেকটি গঠিত। এ জলাধারে প্রচুর পরিমাণে মিঠাপানির মাছ পাওয়া যায়।

এই লেকে প্রতিবছর কমপক্ষে ৩ মাস (মে-জুলাই) সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকে। কাপ্তাই লেকের পার্শ্ববর্তী রাঙ্গামাটি সদরে নৌ পুলিশের একটি স্থায়ী ফাঁড়ি রয়েছে। নিষিদ্ধকালীন ৩ মাস অতিরিক্ত ৭/৮টি নৌ পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য শিকার প্রতিরোধসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২০২২ সালে কাপ্তাই লেকে অভিযান পরিচালনা করে নৌ পুলিশ ১৮০টি নৌযান আটক করে এবং প্রায় ৪৮ লাখ মিটার জাল উদ্ধার করে।

৩.৪.৭ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীতে (বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ) অভিযান ঃ

হালদা নদী এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। এর দৈর্ঘ্য ১০৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৩৪ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। হালদা নদীতে সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ জাতীয় মাছ ডিম ছেড়ে থাকে।

নৌ পুলিশ কর্তৃক প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে মা মাছ শিকার, বিপন্নপ্রায় ডলফিন বাঁচাতে হালদা পাড়ের মদুনাঘাট থেকে আমতুয়া পর্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এর ফলে নদীর প্রায় ৬ কিলোমিটার এলাকা নৌ পুলিশের সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। হালদা নদীর অধিকাংশ এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান। দীর্ঘদিন 'হালদা অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পে' কোনো প্রকার জলযান না থাকায় কার্যক্রম ব্যহত হলেও বর্তমানে আধুনিক জলযান সরবরাহ করার ফলে নদী এলাকায় নৌ পুলিশের কার্যক্রম অধিক কার্যকর হয়েছে।

৩.৪.৮ সুন্দরবনে মৎস্য ও প্রাণীজ সম্পদ রক্ষা ঃ

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। সুন্দরবনের আয়তন ৬৫১৭ বর্গকিলোমিটার। এই বনে ১৭৭টি নদী-নালা, খালসহ প্রায় ২০০টি ছোট বড় দ্বীপ রয়েছে। সুন্দরবনে প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ, ১২ প্রজাতির কাঁকড়া-চিংড়ি, ৯ প্রজাতির শামুক রয়েছে। শীতের সময় সুন্দরবনের নদী ও খাল থেকে জেলেরা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও কাঁকড়া আহরণ করে। শীত মৌসুমে দুবলারচরসহ সাগরপাড়ের কয়েকটি চরে প্রাকৃতিকভাবে মাছ প্রক্রিয়াজাত (শুটকি) করা হয়। বর্ষাকাল সাগরে ইলিশ মাছ ধরার ভরা মৌসুম। মৌসুম ভেদে বাওয়ালীরা গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ করে। মূলত: সারা বছরই মাছ আহরণের সঙ্গে জড়িত থাকে সুন্দরবন উপকূলের মানুষ।

সুন্দরবনে অবৈধভাবে মাছ ধরা বন্ধ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ সম্পদ রক্ষা, জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ জলদস্যুতা ও বনদস্যুতা রোধে নৌ পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩.৪.৯ সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার বন্ধ ঃ

মৎস্যজীবীরা বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে সুন্দরবনের ভিতরে ছোট ছোট খালে মৎস্য আহরণের জন্য প্রবেশ করে। অসাধু জেলেরা ছোট ছোট খালগুলোতে একপাশে জাল পেতে অপর পাশে কীটনাশক প্রয়োগ করে মাছ আহরণ করে। এভাবে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজে বেশী মাছ সংগ্রহকালে পানিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, রেণু-পোনা, কাঁকড়াসহ সকল ধরনের জলজ প্রজাতি সমূলে ধ্বংস হয়। এছাড়াও ব্যবসায়ীরা মাছের ঘের প্রস্তুতকালে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি নিধন করার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করে। এর ফলেও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ে। নৌ পুলিশের ক্রমাগত অভিযানের ফলে সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

১ জুন-৩১ আগস্ট সুন্দরবনে পাস, পারমিটসহ যেকোনো পর্যটন কার্যক্রম এবং মধু, গোলপাতা, মাছ সংগ্রহসহ সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকে।

৩.৪.১০ অবৈধ জালের বিরুদ্ধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ঃ

নৌ পুলিশ প্রতিনিয়ত অবৈধ জাল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে থাকে। কখনো গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আবার কখনো নিয়মিত টহল পরিচালনাকালে অবৈধ জাল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত জালসমূহের মধ্যে কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, চরঘেরা জাল, পেকুয়া জাল, চায়না জাল, সিনথেটিক জাল, ফাস জাল, মশারী জাল, গোল জাল, পাই জাল, কোনা জাল, ছান্দি জাল, বরটি জাল, জগংবেড় জাল, বেড় জাল, চান্দিনা জাল, ঘুন্ডি জাল উল্লেখযোগ্য। নৌ পুলিশ কারেন্ট জাল তৈরির কারখানাতেও অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল ও কারেন্ট জাল তৈরির উপকরণ উদ্ধার করে থাকে।

উদ্ধারকৃত জালসমূহের আইনগত ব্যবস্থা ঃ

ক. পাতানো অবস্থায় অবৈধ জাল উদ্ধারকালে আসামি না পাওয়া গেলে মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তার নির্দেশনাক্রমে জনসম্মুখে উদ্ধারকৃত অবৈধ জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

খ. অবৈধ জাল উদ্ধারকালে আসামি আটক করা গেলে মৎস্য সুরক্ষা ও সংক্ষণ আইন, ১৯৫০ (সংশোধন ২০১৩) এর ৫ (১) ধারায় এবং কারেন্ট জালের ক্ষেত্রে ৫ (২) (ক) (খ) ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

গ. নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ অনুসারে নৌ পুলিশ এর সংশ্লিষ্ট ইউনিট মামলাটির তদন্ত পরিচালনা করে।

অধ্যায় - চতুর্থ
৪.০ নদী রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধ

৪.১ বানা/ঝোপ অপসারণে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ঃ

স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ অথবা অবৈধ মৎস্য শিকারী খরস্রোতা নদীতে পাতাসহ গাছের ডাল, কচুরিপানা প্রভৃতি দিয়ে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। একে বানা/ঝোপ বলে। এই বানা/ঝোপে ধীরে ধীরে পলল জমে এবং নদীর স্রোতের ধারা পরিবর্তিত হতে থাকে। এর ফলে, বানা/ঝোপে প্রচুর মাছ এসে ভিড় করে এবং অবৈধ মৎস্য শিকারীরা তা সংগ্রহ করে। অনেক সময় বানা/ঝোপে বিষ দেয়া হয়। তাতে ছোট বড় সব ধরনের মাছ মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। এসব বিষাক্ত মাছ মৎস্য ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণের নিকট বিক্রি করে এবং এতে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। এছাড়াও বানা/ঝোপের কারণে নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি হয় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

নদীতে বানা/ঝোপ তৈরী দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৪৩১ ধারা অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এই ধারায় উল্লেখ রয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সাধন করে যাহার ফলে কোন সরকারি সড়ক, সেতু, নাব্য নদী অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নাব্য খাল অনতিক্রম্য কিংবা ভ্রমণের পক্ষে বা সম্পত্তি পারাপারের পক্ষে কম নিরাপদ হয় বা হইতে পারে বলিয়া সে জানে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা অর্থদন্ডে, কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে"। পরিসংখানে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে বানা/ঝোপ অপসারণের সংখ্যা ২৯৭টি এবং মামলার সংখ্যা ০৯টি, ২০২১ সালে ঝোপ অপসারণের সংখ্যা ৬১৭টি এবং মামলার সংখ্যা ২১টি, ২০২২ সালে ঝোপ অপসারণের সংখ্যা ১,৯৪৭টি এবং মামলার সংখ্যা ৮৮টি ও ২০২৩ সালের (জানুয়ারি-মে মাস পর্যন্ত) ঝোপ অপসারণের সংখ্যা ৩৪৫টি এবং মামলার সংখ্যা ১৯টি।

৪.২ নদী দূষণ প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ঃ

নদী-মাতৃক এই দেশের নদীগুলো একসময় জীবনধারনের জন্য পানির জোগান থেকে শুরু করে খাদ্যের সংস্থান পর্যন্ত জীবনের সব চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করত। মানুষের লোভ, অসততা, অজ্ঞতা ও আইন লংঘনের কারণে বাংলাদেশের অনেক নদী আজ মৃত প্রায়। যেসব নদী এখনো তার শীর্ণকায় শরীর নিয়ে বহমান তারাও মারাত্মক দূষণের শিকার। এর জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে ঢাকার পাশে বুড়িগঙ্গা নদী। ঢাকা ও এর চারপাশের শিল্প কারখানার বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত পানির কারণে বুড়িগঙ্গার পানি এখন কালো রং ধারন করেছে। বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত এই পানিতে কোনো মাছ কিংবা অন্য জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না।

বর্জ্য পদার্থ দ্বারা নদীর পানি দূষণ দন্ডবিধির ১৮৬০ এর ২৭৭ ধারা অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এই ধারা অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে নদী বা অন্য কোন সরকারি প্রস্রবণের পানিকে দূষিত করলে তা ৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা ৫০০ টাকা অর্থদন্ড কিংবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ।

নৌ পুলিশের মামলার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, উল্লেখিত ধারায় ২০২২ সালে ২৪টি এবং ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত ৭টি মামলা রুজু হয়েছে।

৪.৩ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ঃ

পরিবেশ দূষণের কারণে উত্তপ্ত হচ্ছে জলবায়ু। জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছে দেশ। বিপর্যস্ত পরিবেশ নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি করছে। পরিবেশ দূষণ মানুষের নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী করছে। পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" প্রণীত হয়। "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" এর ৪ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "এ আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন এবং এ আইনের অধীন তার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্য যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারবেন"।

উল্লেখিত আইনের এই ধারা বলে নৌ পুলিশ পরিবেশ দূষণ রোধে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অভিযান পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ এই আইনে পুলিশ নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনোরকম পদক্ষেপ নিতে পারবে না। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০২২ সালে এই ধারায় ১টি মামলা রুজু হয়েছে। এই আইন লংঘন করলে তা সর্বোচ্চ ১০ বছর অথবা ২ লক্ষ টাকা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ।

৪.৪ অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন প্রতিরোধে নৌ পুলিশের কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হচ্ছে নদী। প্রতি বছর এই দেশের নদ-নদীতে জমা হয় প্রচুর পরিমাণ বালু। বৈধভাবে নদীর তলদেশ থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন করা গেলেও এক শ্রেণীর অসৎ ও অর্থলোভী ব্যক্তি অপরিকল্পিত উপায়ে সারা দেশের নদীসমূহের তলদেশ থেকে অনুমোদনহীনভাবে বালু উত্তোলন করছে। এর ফলে, নদীর তীরসমূহ ভাঙ্গনের শিকার হচ্ছে, আশপাশের বিভিন্ন স্থাপনা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অর্থাৎ অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। নদীতে অসমানভাবে বালু উত্তোলনের ফলে কোথাও গর্ত, কোথাও ডুবোচর সৃষ্টি হচ্ছে যা নৌ চলাচলকে বিঘ্নিত করছে এবং নৌ দুর্ঘটনা ঘটছে। এছাড়াও, এই অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন মাটির শ্রেণীবিন্যাসকে ব্যহত করছে যার কারণে অদূর ভবিষ্যতে এদেশের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এসব বহুবিধ ক্ষতি থেকে নদীকে রক্ষা করতে "বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থপনা আইন, ২০১০" প্রণীত হয়। এই আইনের ১৫ (১) ধারায় নদীতে উপরোল্লিখিত কাজসমূহকে দন্ডনীয় আপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একই সাথে ধারাটি আমল্যযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধারা লংঘন করলে ২ বছরের কারাদন্ড বা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ বলে উল্লেখ রয়েছে।

অধ্যায় - পঞ্চম

৫.০ সাধারণ নির্দেশনাবলী

৫.১ নৌ পুলিশের অভিযান এবং নৌ টহল পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় ঃ

অভিযান পরিচালনার পূর্বে করণীয়/বর্জনীয় ঃ

- যে কোনো অভিযানচলাকালীন সময়ে অভিযানের সকল সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আবহাওয়া, নদীর জোয়ার ভাটা ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখা।
- অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে অভিযান পরিচালনা করা।
- যথাযথভাবে অস্ত্র-গোলাবারুদ ও ইজ্জতের রশি ইস্যু ও বিতরণের বিষয়াদি ইনচার্জ, অস্ত্রাগার/নৌ থানা/ফাঁড়ি কর্তৃক নিশ্চিত করা।
- যথাযথভাবে রায়ট সামগ্রী ইস্যু ও বিতরণের বিষয়াদি ইনচার্জ, ডি স্টোর/নৌ থানা/ফাঁড়ি কর্তৃক নিশ্চিত করা।
- নৌ পথে অপারেশনে পর্যাপ্ত জনবল, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- অপারেশনের পূর্বে দলকে প্রয়োজনীয় ব্রিফিং প্রদান।
- অভিযানকালীন সময়ে অবশ্যই ইউনিফর্ম পরিধান করা।
- নৌ পুলিশের অভিযান এবং নৌ টহলে লাইফ জ্যাকেট পরিধান করা এবং জলযানে পর্যাপ্ত বয়া রাখা।
- জলযানে পর্যাপ্ত ফার্স্ট এইড বক্স এবং ফায়ার ফাইটিং উপকরণসমূহ রাখা।
- প্রতিটি নৌ পুলিশ সদস্যকে সাঁতার জানতে হবে।
- VF/VHF সহ মোবাইল ও ওয়ারলেস সেট ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে সময়ে সময়ে সবার অবস্থান ও কার্যক্রম কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করা।

অভিযান চলাকালীন করণীয়/বর্জনীয় ঃ

- যে কোন ঘটনা/দুর্ঘটনা দ্রুততার সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- ন্যূনতম এএসআই থেকে তদূর্ধ্ব অফিসারের নেতৃত্বে অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- প্রয়োজনে জুতা, বেল্ট এবং ক্যাপ পরিধান এড়িয়ে চলা।
- অভিযান পরিচালনাকালীন অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা।
- স্বেচ্ছায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, দলবদ্ধ থাকা।
- অভিযানকালীন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে অভিযান পরিচালনা করা।
- রাত্রিকালীন অভিযান ও নৌ টহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ টর্চ লাইট সাথে নেয়া।
- দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস সাথে রাখা।
- গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদান করা।
- প্রয়োজনের অধিক শক্তি প্রয়োগ না করা।
- ব্যক্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা।
- প্রয়োজনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করা।
- যথাযথভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও অপরাধী আটক এবং অবৈধ সমাগ্রী উদ্ধার করা।
- অভিযানের স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র ধারণের ব্যবস্থা করা।

❖ অভিযান পরিচালনার সময় অবশ্যই সিআরপিসি, দন্ডবিধি, পিআরবিসহ আইন অনুযায়ী কাজ করা।

অভিযান পরবর্তী সময় করণীয়/বর্জনীয় ঃ

❖ জব্দকৃত আলামতসমূহ আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করা।
❖ যথাযথভাবে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা।
❖ মামলার কপি অফিস নথিতে সংরক্ষণ।
❖ সফল অভিযানের শেষে প্রেস ব্রিফিং এবং প্রেস রিলিজের ব্যবস্থা রাখা।
❖ অভিযানের শেষে ডি-ব্রিফিং করা।
❖ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মানাবধিকার ও আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৫.২ মোটরযান ড্রাইভার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) ড্রাইভার নির্বাচনের পূর্বে বিবেচনা করতে হবে ঃ

❖ ড্রাইভারের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।
❖ তার জন্য নির্বাচিত গাড়ী চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।
❖ গাড়ীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা আছে।
❖ মোটরযান আইন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে।
❖ শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম আছে এবং দৃষ্টিশক্তি যথোপযোগী হওয়া।
❖ পথে গাড়ীর সমস্যা হলে জরুরীভাবে ছোট খাটো ত্রুটি মেরামত করার সক্ষমতা আছে।
❖ গাড়ী চালানোর এলাকা ও রাস্তা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আছে।

(খ) মোটরযান ড্রাইভার এর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করণীয় ঃ

❖ গাড়ীতে পর্যাপ্ত জ্বালানী আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
❖ গাড়ীর ইঞ্জিন ওয়েল, রেডিয়েটরে পানি, ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারে ব্রেক ফ্লুইড সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
❖ চাকা ও চাকার নাট বল্টু সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
❖ ব্রেক ও হর্ন সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
❖ গাড়ীর লাইট ও হুইপার যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
❖ গাড়ীর মিররসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
❖ টুলবক্সে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
❖ স্পেয়ার চাকা আছে তা নিশ্চিত করা।
❖ ড্রাইভারের আবহাওয়া ও গাড়ীর গন্তব্য রুট সম্পর্কে ধারণা এবং রাস্তা, সেতুর চলাচল উপযোগীতা জানা ।
❖ নির্ধারিত পোষাক পরিধান করা।
❖ গাড়ীর প্রতি আসনের সিট বেল্ট ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
❖ ড্রাইভার গাড়ী চালনার সময় নির্ধারিত গতি সীমা অতিক্রম না করা ও রোড সাইন সমূহ মেনে চলা।
❖ প্রয়োজন পড়লে নিয়ম অনুযায়ী গাড়ী ওভার টেকিং করা।

- ❖ ডিউটি শেষে যথাযথ স্থানে গাড়ী পার্ক করা।
- ❖ পুলিশ সদস্য হিসেবে সবসময় পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করা।

গ) মোটরযান ড্রাইভার এর বিশেষ পরিস্থিতে করণীয় ঃ

- ❖ হঠাৎ আবহাওয়া প্রতিকূল হলে নিরাপদ জায়গায় গাড়ী পার্কিং করা।
- ❖ দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো ও দুর্ঘটনার ছবি সংরক্ষণ করা।
- ❖ ছোটখাটো ত্রুটি নিজে মেরামত করা।
- ❖ অতিরিক্ত খারাপ রাস্তায় গাড়ী চলাচল না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক যাত্রা বিরতি বা বিকল্প রুট ব্যবহার করা।

৫.৩ জলযান ড্রাইভার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) ড্রাইভার নির্বাচনের পূর্বে বিবেচনা করতে হবে ঃ

- ❖ ড্রাইভারের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।
- ❖ তাহার জন্য নির্বাচিত জলযান চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।
- ❖ জলযানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা আছে।
- ❖ জলযান আইন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে।
- ❖ শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম এবং দৃষ্টিশক্তি যথোপযোগী হওয়া।
- ❖ জলপথে জলযানের সমস্যা হলে জরুরীভাবে ছোট খাটো ত্রুটি মেরামত করার সক্ষমতা আছে।
- ❖ জলযান চালানোর জন্য জিপিএস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।
- ❖ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বিভিন্ন নৌ বিপদ সংকেত, জোয়ার ভাটা ও গন্তব্য রুট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।
- ❖ ড্রাইভার সাঁতার জানে কিনা বিষয়টি নিশ্চিত করা।

(খ) জলযান ড্রাইভার এর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করণীয় ঃ

- ❖ ড্রাইভার জলযান চালানোর নির্দিষ্ট দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখা।
- ❖ জলযান চালানোর পূর্বে জলযানের জ্বালানী, ইঞ্জিন অয়েল সঠিক পরিমাণে আছে তা নিশ্চিত করা।
- ❖ সাইরেন, লাইফ জ্যাগেট, লাইফ বয়া, জলযান বেধে রাখার রশি আছে তা নিশ্চিত করা।
- ❖ জলযানের সিটে বসার পর ফুয়েল মিটার, GPS দিক নির্ণয় যন্ত্র, ইঞ্জিন আপ এন্ড ডাউন হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❖ জলযানের ইঞ্জিন, রেডিয়েটরে পানি, ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারে ব্রেক ফ্লুইড সঠিক আছে তা নিশ্চিত করা।
- ❖ জলযানের ব্রেক ও হর্ন সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❖ জলযানের লাইট ও হুইপার যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❖ জলযানের মিররসমূহ সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❖ টুলবক্সে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

- ❖ স্পেয়ার ইঞ্জিন আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ❖ নির্দিষ্ট সময়ে জলযানের ইঞ্জিন অয়েল ও গিয়ার অয়েল পরিবর্তন করা।
- ❖ ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তনের সময় ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করা।
- ❖ জলযানের জ্বালানী ব্যবহার ও ট্যাংকিতে ঢুকানোর পূর্বে ছেঁকে নেয়া।
- ❖ জলযানের GPS, VF/VHF, মোবাইল, ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করা এবং নিজের অবস্থান সবসময় কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করা।
- ❖ জলযান চালানোর সময় নৌ ট্রাফিক সিগন্যাল, রুট সাইন, রুট মার্কিং, নেভিগেশন লাইট মেনে চলা।
- ❖ নির্ধারিত পোষাক পরিধান করা।
- ❖ ড্রাইভার নিজের ও সকল যাত্রীর লাইফ জ্যাকেট পরিধান নিশ্চিত করা।
- ❖ সকল আরোহীর পরিধেয় জুতা খোলা আছে তা নিশ্চিত করবে।
- ❖ ডিউটি শেষে যথাযথ স্থানে জলযান নোঙ্গর করা।
- ❖ জলযান চালানো শেষে ইঞ্জিন উঠিয়ে রাখা।
- ❖ জলযানের সামনের দিক নদীর দিকে ও পেছনের দিক স্থলের দিকে করে এমনভাবে বেধে রাখতে হবে যাতে জোয়ার ও ভাটার পর্যাপ্ত পানি থাকে যেন জলাযানটি সব সময় পানিতে ভেসে থাকে।
- ❖ জলযানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুপেয় পানি ও শুকনো খাবার মজুদ রাখা।
- ❖ পুলিশ সদস্য হিসেবে সবসময় পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করা।

গ) জলযান ড্রাইভার এর বিশেষ পরিস্থিতে করণীয় ঃ

- ❖ হঠাৎ আবহাওয়া প্রতিকূল হলে নিরাপদ জায়গায় জলযান নোঙ্গর করা।
- ❖ দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো ও দুর্ঘটনার ছবি সংরক্ষণ করা।
- ❖ ছোটখাটো ত্রুটি নিজে মেরামত করা।
- ❖ অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়ায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মোতাবেক যাত্রা বিরতি বা বিকল্প রুট ব্যবহার করা।

নৌ পুলিশ